আজ স্থানীয় শহীদ রোভার দিবস

আজ ২৩ অক্টোবর, মেহেরপুরবাসির জন্য একটি ভয়াল দিন। ১৯৯৭ সালের আজকের এই দিনে এই জেলাবাসি হারিয়েছেন তাদের ৫ জন সূর্য সন্তানকে। ১৯৯৭ সালের ২২ অক্টোবর রাতে সিলেটের লাক্কাতুরা চা বাগান সপ্তম জাতীয় রোভার মুট ও নবম এশিয়া প্যাসিফিকে অংশ নেওয়ার লক্ষ্যে মেহেরপুরের একটি রোভার দল একটি ভাড়া বাসে সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। রোভারদের বহন করা বাসটি (২৩ অক্টোবর) ভোরে মানিকগঞ্জের ধামরাই এলাকায় পৌছায়। ঠিক তখন ফজরের নামাজের সময় হয়েছে। সবাই তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। বিপরীত দিক থেকে আসা অপর একটি বাসকে সাইড দিতে গিয়ে ২০ ফিট গভীর খাদে পড়ে যায়। এতে নিহত হন ৫ রোভার। সেদিনের সেই ভয়াল বাস দুর্ঘটনায় নিহত হন মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়ামপাড়ার জাভেদ ওসমান, মুর্খাজী পাড়ার মাসুম, মনিরুল, সদর উপজেলার উজুলপুর গ্রামের মাহফুজ রহমান ও মুজিবনগর উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের আমিনুল ইসলাম।

বাসের রোভার মুটে যাওয়া গাঁড়াডোব গ্রামের (বর্তমানে সুইডেন প্রবাসী) সাংবাদিক আইনুল হক স্মুতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, সেদিনের সেই ভয়াল শব্দ এখনো আমার কানে বেঁজে ওঠে। আজও আমার বুকে কম্পন তৈরী করে। ভাবতেই আবারো আতংকে হারিয়ে যায় সেই রাতের কথা। তখনো আমরা সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। হঠাৎ বিকট শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায়। তখনো বুঝতে পারিনি কি ঘটেছে। বিপরীত দিক থেকে অপর একটি বাসের সাথে বাড়ি খেয়ে আমাদের বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় ২০ ফিট গভীর খাদে পড়ে যায়। তখনো আমার জ্ঞান ছিলনা। জ্ঞান ফিরেই শুধু বাঁচাও বাঁচাও শব্দ। বাসের মধ্যে শুধু রক্তের বন্যা। আমার সামনে ও পিছনের ছিটেই মরে পড়ে আছে কয়েকটি লাশ। আমার পা ভেঙ্গে আটকে আছে সিটের সাথে। কি ভয়ঙ্কর অবস্থা আমি বোঝাতে পারবোনা। এখন আমি প্রবাসে আছি। মৃত্যুর যন্ত্রণা কি আমি সেদিন আলিঙ্গণ করেছি। পরে সেখানকার ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় জনগণ আমাদের বাঁচাতে ছুটে এসেছিলেন। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

রবিবার (২৩ অক্টোবর) সকালে শহীদ ৫ রোভার সদস্যের ২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষে মেহেরপুর পৌর কবরস্থানে কবর জিয়ারত শেষে কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের জেলা স্কাউট ভবনের সামনে রোভার স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও আলোচনা সভার আয়োজন করেছে মেহেরপুর জেলা রোভার।
এদিকে মাসুম মনিরুল এর পরিবারের পক্ষে থেকে থানা পাড়া বাইতুল

ফাতাহ জামে মসজিদ ও মসজিদ সংলগ্ন দারুল কোরআন হাফেজিয়া মাদ্রাসায় মিলাদ ও দোয়া করা হয়।

আজ স্থানীয় শহীদ রোভার দিবস

আজ ২৩ অক্টোবর। স্থানীয় শহীদ রোভার দিবস। মেহেরপুরের জন্য শোকের দিন। ১৯৯৭ সালের আজকের এই দিন। সকাল হতেই এক মর্মান্তিক খবরে জেলাব্যাপী শোকের ছায়া নেমে আসে। সিলেটের লাক্কাতুরা চা বাগান সংলগ্ন গলফ ক্লাব অ্যারিনায় ৯ম এশিয়া প্যাসিফিক/৭ম বাংলাদেশ রোভার মুটে অংশ নিতে মেহেরপুর থেকে ছেড়ে রোভার স্কাউটের বাসটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। আর এতে ঘটনাস্থলেই শহীদ হোন ৫ রোভার। আহত আরো ১৯ জন।

কভার রোভাররা হলেন জাভেদ ওসমান, মনিরুল ইসলাম, মাসুম হোসেন, মুন্সী আমিনুল ইসলাম ও মাহফুজুর রহমান মাহফুজ। তাঁদের মধ্যে জাভেদ ওসমান, মনিরুল ইসলাম ও মাসুম হোসেন ছিলেন মেহেরপুর শহরের। আমিনুল ইসলামের বাড়ি মুজিবনগরের দারিয়াপুর এবং মাহফুজুর রহমান ছিলেন সদর উপজেলার উজুলপুর গ্রামের।

বাংলাদেশ স্কাউটের ত্রৈমাসিক পত্রিকা ‘রোভার’ এপ্রিল সংখ্যার মূল প্রতিবেদন ছিল মেহেরপুরে শহীদ রোভারদের নিয়ে। “ডেডলাইন মেহেরপুর” শিরোনামে সেই প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২৪ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত সিলেটের লাক্কাতুরা চা বাগান সংলগ্ন গলফ ক্লাব অ্যারিনায় অনুষ্ঠিত ৯ম এশিয়া প্যাসিফিক/৭ম বাংলাদেশ রোভার মুটে যোগদানের জন্য মেহেরপুর জেলার মেহেরপুর সরকারী কলেজ, মুজিবনগর কলেজ, মুন্সী মেহেরুল্লাহ মুক্ত রোভার স্কাউট গ্রুপ, মুন্সী জমির উদ্দীন মুক্ত রোভার দলের ৩২ জন রোভার স্কাউট ও ৪ জন রোভার লীডার (শিক্ষক) সহ ৩৬ জন একটি ভাড়াকৃত বাসযোগে (বাস নং-মেহেরপুর জ- ০৪-০০১৫) ২২ অক্টোবর রাত ৮ টার সময় মেহেরপুর থেকে যাত্রা শুরু করে। বাসটি গত ২৩ অক্টোবর ভোরর ৫টা ১০ মিনিটে ঢাকার অদূরে ধামরাই থানাধীন জয়পাড়া নামক স্থানে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনায় পতিতহয়। দুর্ঘটনাস্থলে ৫জন রোভার স্কাউটের মৃত্যু ঘটে। এছাড়া ১৯জন রোভার আহত হয়।

কর্মচারীকে মাইক্রোবাস যোগে প্রেরণ করা হয়। প্রধান জাতীয় কমিশনার মহোদয়ের অনুরোধক্রমে মৃতদেহগুলি জেলা প্রশাসনের সিনিয়র কর্মকর্তার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অভিভাবকের নিকট হস্তান্তর করা হয়। পরদিন ২৪ অক্টোবর ৯৭ তারিখ শুক্রবার মেহেরপুর সরকারী কলেজ মাঠে তাঁদের নামাজের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। নামাজে জানাজায় প্রায় ২০ হাজার স্থানীয় লোক শরীক হন।

জাতীয় প্রচার মাধ্যম ও পত্র-পত্রিকায় দুর্ঘটনার বিষয়টি ফলাও ভাবে প্রকাশিত হয়। ২৫শে অক্টোবর ১৯৯৭ তারিখে ৯ম এশিয়া প্যাসিফিক/৭ম বাংলাদেশ রোভার মুটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দিন রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ-এর উপস্থিতিতে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে শোকবার্তা পাঠ করা হয় ও নিহতদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়।